ইয়েমেন ক্রাইসিস

স্টিফেন ডে
নোয়েল ব্রিহোনি

স্টিফেন ডে, নোয়েল ব্রিহোনি

ইয়েমেন ক্রাইসিস

ইয়েমেন-সংকটের বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় কুশীলবরা

ভাষান্তর
মোস্তফা আল হোসাইন আকিল
দ্বীন মোহাম্মদ শেখ
ইরফান সাদিক

সম্পাদনা
রাকিবুল হাসান

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা বুকস

আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড সিরিজ : ০১

ইয়েমেন ক্রাইসিস
ইয়েমেন-সংকটের বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় কুশীলবরা
মূল : স্টিফেন ডে, নোয়েল ব্রিহোনি ও অন্যান্য
ভাষান্তর : মোস্তফা আল হোসাইন আকিল
ইরফান সাদিক
দ্বীন মোহাম্মদ শেখ
সম্পাদনা : রাকিবুল হাসান
প্রচ্ছদ
খন্দকার যুবাইর
বানান ও সজ্জা
সাহিত্যসারথি
প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০২৪
স্বত্ব
প্রকাশক
প্রকাশক
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা
ইন্তিফাদা বুকস
পরিবেশনা
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং ২১
কওমি মার্কেট (১ম তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস)
+৮৮০ ১৭১৬৭-৯৭৫৪৯ (অফিস)
অনলাইন পরিবেশক
Rokomari - Wafilife
আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৬০-২-২

মুদ্রিত মূল্য
৪৯০৳

বিষয়ক্রম

প্রকাশকের কথা ৯

সম্পাদকের কথা ১২

একঝলকে ইয়েমেন-সংকট ১৪

- উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন : উসমানীয় ও ব্রিটিশদের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা ১৪
- আলি আবদুল্লাহ সালেহ ও দুই ইয়েমেনের একীভূতকরণ ১৫
- একক ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র ও নতুন গৃহযুদ্ধ ১৫
- ১৯৯৪-এর গৃহযুদ্ধ ও সালেহের একক ক্ষমতা ১৬
- আরব বসন্তে সালেহের পতন ও অন্তহীন গৃহযুদ্ধের সূচনা ১৬
- হাদির ক্ষমতা ও অন্তহীন গৃহযুদ্ধের সূচনা ১৭
- সউদির নেতৃত্বে ও সমর্থনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ইয়েমেনে পদার্পণ ১৭
- হুথিদের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সউদি-ইরান শীতল যুদ্ধ ১৮
- ইয়েমেনে আল কায়েদা : সকল পক্ষ যার প্রতিপক্ষ ১৯
- উপসংহার ১৯

ইয়েমেন-সংকটে জাতিসংঘের ভূমিকা ২১

- বিদ্রোহ এবং ইয়েমেনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, ২০১১-২০১৫ ২৪
- সউদি নেতৃত্বাধীন জোটের যুদ্ধ এবং 'শান্তিপ্রক্রিয়া', ২০১৫-২০১৯ ২৯
- বিশেষ দূত ইসমাইল উলদ চেখ আহমেদ, ২০১৫-২০১৮ ৩০
- বিশেষ দূত মার্টিন গ্রিফিটস, ২০১৮-২০১৯ ৩৪
- উপসংহার ৩৭

ইয়েমেন-সংকটে ব্রিটেনের ভূমিকা ৩৯

- ইয়েমেনে যুক্তরাজ্যের ভূমিকার প্রেক্ষাপট, ২০০১-২০১১ ৪০
- ইয়েমেনের রাজনৈতিক পরিবর্তনে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা, ২০১২-২০১৪ ৪৩

কাউন্টার টেরোরিজম ৪৫
অর্থনীতিতে মনোনিবেশ ৪৬
রূপান্তরপ্রক্রিয়ার অবমূল্যায়ন ৪৭
হুথিদের সাথে বোঝাপড়া ৪৮
ব্রিটেন ও যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব, ২০১৫ ৫০
অব্যাহত যুদ্ধ, ২০১৬-২০১৯ ৫২
উপসংহার ৫৪

ইয়েমেন-সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ৫৬
ইয়েমেনে মার্কিন ভূমিকার প্রেক্ষাপট, ২০০১-২০১২ ৫৯
ইয়েমেনের রাজনৈতিক রূপান্তরে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা, ২০১২-২০১৪ ৬২
ইয়েমেনের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা, ২০১৫-২০১৯ ৬৬
উপসংহার ৭৪

ইয়েমেন-সংকটে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভূমিকা ৭৬
সংকুচিত ইয়েমেন-উদ্বেগ ৭৭
সমন্বয়হীন নীতিসমূহ ৭৯
বিপরীতমুখী উদ্যোগ ৮১
ইউরোপের সীমিত সম্পৃক্ততা ৮৪
উপসংহার ৮৭

ইয়েমেন-সংকটে রাশিয়ার ভূমিকা ৮৮
প্রেক্ষাপট, ২০০০-২০১০ ৮৯
ইয়েমেনের রাজনৈতিক সংকট, ২০১১-২০১৪ ৯১
ইয়েমেনযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব, ২০১৪-২০১৫ ৯২
দীর্ঘ যুদ্ধ, শান্তি-আলোচনা এবং মানবিক দুর্যোগ, ২০১৬-২০১৯ ৯৬
উপসংহার ১০১

ইয়েমেন-সংকটের ওপর চীনের দৃষ্টিভঙ্গি ১০৩
ইয়েমেনের রাজনৈতিক সংকট, ২০১১-২০১৪ ১০৫
ইয়েমেনযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব, ২০১৫ ১০৮
দীর্ঘায়িত যুদ্ধ, শান্তি-আলোচনা, এবং মানবিক বিপর্যয়, ২০১৬-২০১৯ ১১২
উপসংহার ১১৪

ইয়েমেন-সংকটে সউদি আরবের ভূমিকা ১১৫
প্রেক্ষাপট, ২০০০-২০১০ ১১৭
২০১১ সালের ঘটনাবলি ও রিয়াদের বিড়ম্বনা ১১৭
ইয়েমেনের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সউদি আরবের
প্রান্তিকীকরণ, ২০১২-২০১৪ ১১৯
সউদির হস্তক্ষেপ এবং অপারেশন ডিসাইসিভ স্টর্ম, ২০১৫ ১২২
জলাবদ্ধতা, ২০১৫-২০১৬ ১২৮
উপসংহার; ট্রাম্প, এমবিএস, খাশোগি এবং যুদ্ধ ১৩০

ইয়েমেন-সংকটে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভূমিকা ১৩৪
প্রেক্ষাপট, ২০০১-২০১১ ১৩৭
জিসিসি ও জি টেনের টিম প্লেয়ার আমিরাত, ২০১২-২০১৪ ১৩৮
দক্ষিণে আমিরাতের যুদ্ধপ্রচেষ্টা, ২০১৫-২০১৯ ১৩৯
তাইজে আমিরাত-ইসলাহের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ১৪৪
আল হোদাইদা ১৪৫
আমিরাতি বাহিনীকে প্রত্যাহার, ২০১৯ ১৪৬
জোটের ভাঙন ১৪৮
উপসংহার ১৪৯

ইয়েমেন-সংকটে ইরানের ভূমিকা ১৫২
প্রেক্ষাপট, ১৯৭৯-২০১১ ১৫৩
তেহরানের পররাষ্ট্রনীতি বিতর্কে ইয়েমেন, ২০১২-২০১৪ ১৫৫
ইয়েমেন-সংকট এবং ইরান-সউদি দ্বন্দ্ব, ২০১৫-২০১৯ ১৬৩
উপসংহার ১৬৭

ইয়েমেন-সংকটে ওমান এবং কাতারের ভূমিকা ১৬৯
ইয়েমেনের সাথে ওমান এবং কাতারের সম্পর্ক, ২০০১-২০১১ ১৭১
ইয়েমেনের প্রতি ওমান এবং কাতারের নীতি, ২০১১-২০১৪ ১৭২
যুদ্ধে কাতার এবং ওমানের ভূমিকা, ২০১৫-২০১৭ ১৭৩
কাতার অবরোধ এবং আল মাহরায় ওমানের উদ্বেগ, ২০১৭-২০১৯ ১৭৫
উপসংহার ১৭৯

ইয়েমেন-সংকটে তুরস্ক এবং মিশরের ভূমিকা ১৮২
তুরস্ক ও ইয়েমেন-সংকট; ২০১১ সাল-পূর্ব প্রেক্ষাপট ১৮৩
ইয়েমেনের রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে তুরস্কের দৃষ্টিভঙ্গি, ২০১২-২০১৪ ১৮৬
যুদ্ধকালীন সময়ে তুরস্ক এবং ইয়েমেন, ২০১৫-২০১৯ ১৮৭
মিশর এবং ইয়েমেন-সংকট, ২০১১-পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপট ১৮৯
মিশর এবং ইয়েমেনের রাজনৈতিক পরিবর্তন, ২০১১-২০১৪ ১৯০
মিশর এবং ইয়েমেনযুদ্ধ, ২০১৫-২০১৬ ১৯২
উপসংহার ১৯৪

হর্ন অব আফ্রিকা এবং ইয়েমেন-সংকট ১৯৬
আঞ্চলিক নিরাপত্তা রাজনীতি, ২০১১-২০১৫ ১৯৯
ইয়েমেনযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, ২০১৫-২০১৯ ২০৩
উপসংহার ২০৮

নাদওয়াউদ দাওসারি এবং সামার নাসের ২০৯
২০১১-পূর্ব প্রেক্ষাপট ২১০
ইয়েমেনি যুবকদের উত্থান ও রাজনৈতিক পালাবদল, ২০১১-২০১৪ ২১৩
উপসংহার ২২৮

সম্মিলিত শক্তির ভূমিকা : সালেহ এবং হুথি ২৩০
প্রেক্ষাপট, ২০০০-২০১১ ২৩২
ইয়েমেনের রাজনৈতিক পালাবদল ও পতন, ২০১২-২০১৪ ২৩৫
ইয়েমেন-যুদ্ধের ছড়িয়ে পড়া, ২০১৫ ২৩৭
যুদ্ধবিরতি, শান্তি-আলোচনা, মানবিক সহায়তা, ২০১৬-২০১৯ ২৪২
উপসংহার ২৪৬
হিরাক এবং সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিল ২৫০
প্রেক্ষাপট, ১৯৯৪-২০১০ ২৫৪
রাজপথ-আন্দোলন ও রাজনৈতিক পালাবদল, ২০১১-২০১৪ ২৫৮
যুদ্ধকাল, ২০১৫-২০১৯ ২৬৩
উপসংহার ২৬৮
মুসলিম ব্রাদার্স, সালাফি এবং জিহাদিদের ভূমিকা ২৭১
রাজনৈতিক সংকট ২৭৬
ইয়েমেন-যুদ্ধের সূচনা, ২০১৪-২০১৫ ২৭৯
দীর্ঘ যুদ্ধ, ২০১৬-২০১৯ ২৮৩
উপসংহার ২৮৭

প্রকাশকের কথা

খুব কম অঞ্চল এমন আছে, যার অধিবাসীদের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাদা করে প্রশংসা করেছেন। ইয়েমেন তেমনই একটি ভূমি। কী চমৎকার বলেছিলেন তিনি আপন সঙ্গীদের, 'তোমাদের নিকট ইয়েমেনের অধিবাসীরা আসবে। তাদের অন্তর দারুণ কোমল; আর হৃদয় খুব নরম। ঈমান আর প্রজ্ঞায় ভরপুর ইয়েমেনিরা।' বুখারি ও মুসলিমসহ একাধিক হাদিসগ্রন্থে রয়েছে এই ভাষ্য। কী অসামান্য স্বীকৃতি! কী দিলখোলা প্রশংসাবাক্য!

ইয়েমেন প্রাচীন কাল থেকেই দারুণ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। কুরআনে বর্ণিত প্রাচুর্যময় ও ঐশ্বর্যে ভরপুর সাবা নগরী ছিল ইয়েমেনেরই এক জনপদ। রানি বিলকিস আর নবী সুলাইমানের হুদহুদের সেই গল্প আমরা সবাই জানি। মূলত আরবদের পূর্বপুরুষরা ইয়েমেন থেকেই এসেছে। ফলে জাতিগতভাবে আরব-রক্তে আভিজাত্য ও স্বকীয়তার যে স্রোত, তার নাভিমূল রোপিত ইয়েমেনের মাটিতেই।

কিন্তু যে ইয়েমেনের আলোচনা করছি, তার সাথে আজকের ইয়েমেনের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ যেন এক ধ্বংসপুরী; বিধ্বস্ত নগরী। যদিও ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে হিজাজ অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় ইয়েমেনের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল; কিন্তু সবসময়ই ইয়েমেনিরা সরল, নিরীহ এবং শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছিল। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইয়েমেনিরা শান্তিপূর্ণভাবেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের প্রায় পুরো সময়জুড়েই ইয়েমেন শান্তিময় ছিল। যথারীতি সবার আগে এই শান্তি বিঘ্নিত হয় ব্রিটিশদের হাতে ১৮৩৯ সালে; অ্যাডেন দখলের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের সূচনার মাধ্যমে। এরপর ১৯৬৭ সনে দক্ষিণ ইয়েমেনের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে নতুন যুগে প্রবেশ করে ইয়েমেন। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়ার

ফলে এবং এ ক্ষেত্রে নৌপথের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণে অঞ্চলটি নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আবির্ভূত হয়। পশ্চিমের লোহিত সাগর ও দক্ষিণের আরব সাগর এবং উভয়ের মধ্যকার সংযোগস্থল বাবুল মানদাব প্রণালি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট হওয়ায় ইয়েমেনের কৌশলগত অবস্থান হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যময়। ফলে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো যেন অঞ্চলটির ওপর হামলে পড়ার জন্য ওত পেতেই ছিল।

অবশেষে আসে ২০১১ সাল। সুদূর উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ায় জ্বলে ওঠা আরব বসন্তের ঝাঁকুনি এসে লাগে ইয়েমেনেও। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লাহ সালেহের পদত্যাগের পর উত্থান ঘটে হুথি বিদ্রোহীদের; শুরু হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। শিয়া সম্প্রদায়ের একটি অংশ হিসেবে হুথিদের উত্থান সউদি আরবের জন্য হয়ে ওঠে অস্বস্তি ও ভয়ের কারণ; ফলে দ্রুতই ইয়েমেন পরিণত হয় সউদি-ইরানের প্রক্সি যুদ্ধের কুরুক্ষেত্রে। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কৌশলগত রুট হিসেবে এই যুদ্ধ কেবল সউদি-ইরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একেক করে এসে যুক্ত হয় যেন অপেক্ষায় থাকা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সব খিলাড়িরা—জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া, চীনের মতো আন্তর্জাতিক পরাশক্তি থেকে শুরু করে তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতারের মতো আঞ্চলিক শক্তি; এমনকি লোহিত সাগর-তীরবর্তী আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলো এবং হর্ন অব আফ্রিকার দেশসমূহও। দারিদ্র্যপীড়িত ইয়েমেন এত ভার সইতে পারে না। ফলে সূচিত হয় ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ৯০,০০০ শিশু দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নিহত হয়; বলাবাহুল্য, বাস্তব সংখ্যাটা কয়েকগুণ বেশি। নারী, বৃদ্ধ ও প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুর সংখ্যা বের করার মতো পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর হয়নি এখনো। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যমতে, বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকটে পতিত হয়েছে মোট জনসংখ্যার আশি ভাগ; বাস্তবতা সম্ভবত নব্বই ভাগের বেশি হবে।

কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সকল পক্ষকে ইয়েমেনে টেনে আনল? কাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকায় ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মানবিক বিপর্যয় ঘটেছিল দরিদ্র এই দেশে? অবশেষে এত মৃত্যু, ধ্বংস ও রক্তের বিনিময়ে কার কী অর্জন হলো বা খোয়া গেল? এই বই আপনাকে নিয়ে যাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চূড়ান্ত জটিল, কুটিল ও ভয়ংকর এক গোলকধাঁধায়, যা বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে আপনার গতানুগতিক ধারণায় এক প্রবল ঝাঁকুনি তৈরি করবে।

রাজনীতিকে শুধু সাদা আর কালোর সরল সমীকরণে যারা বোঝেন, ফাউন্টেন তাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য কাজ করে। রাজনীতি যে কতটা জটিল আর কুটিল এক রঙ্গমঞ্চ, এটা না বুঝলে রাজনীতির মঞ্চে আপনি হবেন স্রেফ একটা ফুটবল; আপনার অবস্থান হবে একজনের পায়ের লাথি খেয়ে আরেকজনের পায়ের নিচে পতিত হওয়া। যদি নিজের এই অবস্থান আপনার পছন্দ হয়, তবে তো কথাই নেই; কিন্তু যদি ফুটবল না হয়ে ফুটবলার হতে চান—তবে রাজনীতি বোঝার জন্য দৈনন্দিন জীবনের নির্দিষ্ট একটা সময় আপনার ব্যয় করা উচিত।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা 'আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড সিরিজ' নামে ধারাবাহিক কিছু বই আনতে যাচ্ছি, যেখানে সেইসব মুসলিম ভূখণ্ড নিয়ে আলোকপাত করা হবে, যা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নোংরা রাজনীতির খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। 'ইয়েমেন ক্রাইসিস' এই সিরিজের প্রথম বই।

'দ্য ওয়ার অন দি উইঘুরস', 'দ্য চিফ উইটনেস' এবং 'কুর্দি ও কুর্দিস্তান' নামে তিনটি বইসহ সিরিজের মোট চারটি বই একসাথে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। আশা করি এই বইগুলো আপনার দৃষ্টিকে শানিত করবে; নতুন করে ভাবতে শেখাবে এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি করবে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী মজলুম মুসলিমদের বিষয়ে আপনাকে সচেতন করে তুলতে ভূমিকা রাখবে। যদি আমাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়, তবেই আমরা সফল ইনশাআল্লাহ।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
০৭/১১/২০২৪

সম্পাদকের কথা

বইতে ইয়েমেন-সংকটের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। আপনি যেহেতু বইটা হাতে নিয়েছেন, আশা করছি আপনি বইটা পড়তে যাচ্ছেন। তাই বইয়ের ভেতর কী আছে তা নিয়ে আমি কথা বাড়াচ্ছি না। আমি বরং দুটো বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি :

এক. রাজনীতি কী জটিল একটা প্রক্রিয়া, এখানে কতগুলো পক্ষ থাকে, প্রতিটা পক্ষের ভেতর আবার উপদল থাকে, প্রতিটা দল-উপদলের স্বার্থ আলাদা আলাদা। এমনকি দল-উপদলের ভেতরেও ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে। সবগুলোর মিথস্ক্রিয়ায় এবং সব পক্ষের প্রচণ্ড রশি টানাটানিতে রাজনৈতিক ঘটনাবলির ফলাফল নির্ধারিত হয়। আমাদের দেশে রাজনীতিকে সাদা-কালোভাবে ব্যাখ্যা করার একটা পপুলিস্ট ধারা আছে। এই ধারার অসারতা আশা করি পাঠক এই বই থেকে উপলব্ধি করবেন।

দুই. বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব কতটুকু, তা অনুধাবন করতে পারবেন। রাজনীতির সাদা-কালো ব্যাখ্যার একটা পক্ষ আছে, যারা সবকিছু ইসলাম বনাম ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রের লেন্সে দেখে থাকে। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে কারও কিছু ক্ষতি হয় না। তবে যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন, তারা আদতে প্রকৃত রাজনীতিটা, রাজনীতির ভেতরের রাজনীতিটা ধরতে পারেন না।

ইয়েমেন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ। সবচেয়ে নিরীহ। তাদের প্রতিবেশী মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ধনী দেশ—সউদি আরব। 'মুসলিম ভাই' হিসেবে আমরা মনে করি, সউদি-ইয়েমেন পরস্পর সৌহার্দপূর্ণভাবে থাকবে। ছোট দেশ, গরিব দেশ ইয়েমেনকে বড় ভাইয়েরা দেখেশুনে রাখবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের পাশের ভারতের দাদাগিরি আর ইয়েমেনের পাশে সউদি আরবের

দাদাগিরিতে মৌলিক কোনো তফাত নেই। দুইটা একইরকম শোষক, একইরকম নিপীড়ক, একইরকম দাদা।

ইয়েমেনের ইতিহাসেই শুধু নয়, বরং সউদি ও এর মিত্ররা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে ইয়েমেনের ওপর নির্মমতম দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিয়েছে। ইয়েমেনের লক্ষ লক্ষ শিশু মধ্যপ্রাচ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী একাধিক রাষ্ট্রের অবরোধে পড়ে ঠিক সেইভাবে খাদ্যের অভাবে, পানির অভাবে, ওষুধের অভাবে, ধুঁকে ধুঁকে কঙ্কালসার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে—যেভাবে ইজরাইলের অবরোধে মৃত্যুবরণ করেছে ফিলিস্তিনের শিশুরা।

সউদি ও এর দোসরদের মাথায় ইয়েমেনের শিশু ও ইয়েমেনিরা 'মুসলিম'—এই চিন্তা নির্মমতা ও নৃশংসতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারেনি; নিরীহ ইয়েমেনিদের রক্তপাত হ্রাস করেনি।

কেন?

এই বইয়ের পাতায় পাতায় আপনি সেই 'কেন'-র উত্তর পাবেন। রিয়েল পলিটিক্স কীভাবে কাজ করে, সেখানে ধর্মের অংশ কতটা আর স্বার্থ কতটা—তা দেখতে পাবেন।

যদি রাজনীতির এই নিরেট ও নির্মম সত্যটা অনুধাবন করতে পারেন—এই বই সার্থক।

রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

গ্রাজুয়েশন : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একঝলকে ইয়েমেন-সংকট

(ইয়েমেন-সংকট সম্পর্কে অনেকেই চূড়ান্ত বেখবর। ফলে বইটি শুরু করতে গিয়ে তারা খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং পড়ার আগ্রহ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কারণ বইটি মূলত তাদের উদ্দেশ্যেই লেখা, যারা ইয়েমেন-সংকট সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত। ফলত লেখকরা সংকটের ধারাবিবরণী না দিয়েই মূল আলোচনায়—অর্থাৎ এই সংকটে বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা নিয়ে কথা বলা শুরু করেছেন। তাই ইয়েমেন ক্রাইসিস সম্পর্কে জানেন না এমন পাঠকদের জন্য এই ভূমিকাটি সংযোজিত করা হলো। ইন্টারনেট থেকে নেওয়া তথ্য ও চ্যাটজিপিটির সাহায্য নিয়ে ভূমিকাটি লিখেছেন—আবদুর রহমান আদ-দাখিল।)

উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন : উসমানীয় ও ব্রিটিশদের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা

ইয়েমেন বহুকাল থেকেই ছিল দুইভাগে বিভক্ত—উত্তর ইয়েমেন ও দক্ষিণ ইয়েমেন। ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয়তা ও ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে উত্তর ও দক্ষিণে বেশ পার্থক্য রয়েছে। ধর্ম ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে উত্তর ইয়েমেনে জায়েদি শিয়াদের বিভিন্ন উপজাতিদের প্রভাব ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, আর ভৌগোলিকভাবে উত্তর ইয়েমেন পাহাড়ি মরু অঞ্চলে ঘেরা। অপরদিকে দক্ষিণ ইয়েমেন সুন্নি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সুদীর্ঘ উপকূলজুড়ে বিস্তৃত।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কিছু পর থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত উত্তর ইয়েমেন ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীন; অপরদিকে দক্ষিণ ইয়েমেন ছিল ১৮৩৯ সাল থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপনিবেশ। ১৯১৮ সালে উসমানীয়দের পতনের পর উত্তর ইয়েমেন জায়েদি শিয়াদের মুতাওয়াক্কিল

রাজবংশের মাধ্যমে শাসিত হয়; অপরদিকে প্রায় ৩০ বছরের সংগ্রামের পর ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ ইয়েমেন ব্রিটেনের দখল থেকে স্বাধীনতা লাভ করে পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ইয়েমেন নামে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করে। এদিকে উত্তর ইয়েমেনে ১৯৬২ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শিয়া মুতাওয়াক্কিল রাজবংশের পতন হয় এবং ইয়েমেন আরব রিপাবলিক নামে প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন আলি আবদুল্লাহ সালেহ—আধুনিক ইয়েমেনের সবচেয়ে নাটকীয় চরিত্র।

আলি আবদুল্লাহ সালেহ ও দুই ইয়েমেনের একীভূতকরণ

আলি আবদুল্লাহ সালেহের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইয়েমেনে নতুন দুইটি জিনিসের সূচনা হয়—অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ও বিদেশিদের প্রক্সিযুদ্ধ। অভ্যুত্থান ও সালেহের ক্ষমতা গ্রহণের পর মুতাওয়াক্কিল রাজবংশের শেষ রাজা ইমাম মুহাম্মাদ আল-বদর পালিয়ে সউদি আরবে চলে যান, এবং তিনি তার রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এর ফলে সউদি আরব এবং জামাল আবদুন নাসেরের মিশরের মধ্যে ইয়েমেনের অভ্যুত্থান নিয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সউদি আরব ছিল রাজতন্ত্রের পক্ষে, আর মিশর প্রজাতন্ত্রের পক্ষে। মিশর ইয়েমেন আরব রিপাবলিকের সমর্থনে সেনা পাঠায় আর সউদি আরব রাজতন্ত্রের পক্ষে বিদ্রোহী রাজতন্ত্রের সমর্থনে বাহিনী পাঠায় এবং ইয়েমেনের অভ্যুত্থানকে ঠেকানোর চেষ্টা করে। এই অভ্যুত্থানটি ইয়েমেনে প্রথম গৃহযুদ্ধের (১৯৬২-১৯৭০) সূত্রপাত ঘটায়, যা দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭০ সালে সমঝোতার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

আলি আবদুল্লাহ সালেহ মাঝখানে কিছুদিন ক্ষমতার বাইরে থাকলেও শীঘ্রই ১৯৭৮ সালে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এবার সালেহ সউদি আরবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেন এবং সউদির সমর্থনে ইয়েমেনের উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করেন। আলি আবদুল্লাহ সালেহের সবচেয়ে ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি ছিল দুই ইয়েমেনের একীভূতকরণ। কার্যত ভালো কিছু মনে হলেও এটি ছিল সকল সমস্যার সূত্রপাত।

একক ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র ও নতুন গৃহযুদ্ধ

আমরা আগেই জেনেছি যে, দক্ষিণ ইয়েমেন ব্রিটিশ দখল থেকে স্বাধীনতা লাভের পর একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করেছিল। শুরুতে সবকিছু সুন্দরভাবে চললেও সোভিয়েত-আমেরিকার শীতল যুদ্ধ এবং ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের

পতন বিশ্বের সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো ইয়েমেনকেও প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দেয়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকেই সোভিয়েত সাহায্য কমে আসায় আর্থিকভাবে দক্ষিণ ইয়েমেন দুর্বল হয়ে পড়েছিল; অতঃপর সোভিয়েতের চূড়ান্ত পতন অবস্থাকে আরও টালমাটাল করে দেয়। এ সময় সালেহের নেতৃত্বে উত্তর ইয়েমেন হয়ে উঠেছিল বেশ অবস্থাসম্পন্ন। ফলে দক্ষিণ ইয়েমেনের কিছু নেতা উত্তর ইয়েমেনের সাথে যুক্ত হওয়ার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল। সালেহ এই সুযোগটি লুফে নেন।

সালেহ সউদি আরব ও অন্যান্য আরব দেশের সমর্থন নিয়ে একীভূতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন, যার ফলে ১৯৮৯ সালের ২২ মে উভয় ইয়েমেনের একীভূত হওয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সালেহ প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং দক্ষিণ ইয়েমেনের নেতা আলি সালেমসহ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু দক্ষিণ ইয়েমেনের বহু মানুষ এই একীভূতকরণ প্রকল্পের বিরোধী ছিল, যার রেশ ধরে ১৯৯৪ সালে নতুন গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

১৯৯৪-এর গৃহযুদ্ধ ও সালেহের একক ক্ষমতা

১৯৯৪ সালের ইয়েমেন গৃহযুদ্ধ ছিল উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সংঘর্ষ। ১৯৯০ সালে দুই ইয়েমেন একীভূত হয়ে ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র গঠিত হলেও, দক্ষিণ ইয়েমেনের জনগণ ও নেতারা মনে করতেন যে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের মে মাসে, দক্ষিণ ইয়েমেনের আলি সালিম আল-বেইদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং দক্ষিণ ইয়েমেনের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। উত্তরের প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লাহ সালেহ দ্রুত পালটা আক্রমণ শুরু করেন। উত্তরের শক্তিশালী সেনাবাহিনী দক্ষিণে প্রবেশ করে এবং এডেনসহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো দখল করে।

যুদ্ধের শেষে, জুলাই ১৯৯৪ নাগাদ উত্তরের বাহিনী বিজয়ী হয় এবং দক্ষিণ ইয়েমেনের নেতারা সউদি আরবে পালিয়ে যান। এর ফলে ইয়েমেন আবার একীভূত হয় এবং আলি আবদুল্লাহ সালেহের ক্ষমতা পুরো ইয়েমেনজুড়ে আরও পাকাপোক্ত হয়। কিন্তু দক্ষিণের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ অব্যাহত থাকে, যা পরে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

আরব বসন্তে সালেহের পতন ও অন্তহীন গৃহযুদ্ধের সূচনা

১৯৯৪ সালের গৃহযুদ্ধের পর আলি আবদুল্লাহ সালেহ ইয়েমেনের একমাত্র

ক্ষমতাধর নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তার শাসনামলে ইয়েমেনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নতি কিছুটা অগ্রগতি লাভ করলেও দেশে ব্যাপক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল। ২০০৬ সালে সালেহ একটি ক্ষমতা বর্ধিতকরণের নির্বাচন করেন, যা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিল। তবে, তার পেছনে পশ্চিমা বিশ্ব এবং সউদি আরবের সমর্থন ছিল। কারণ সালেহকে তাদের স্ট্র্যাটেজিক সহযোগী হিসেবে দেখা হতো, বিশেষত আল কায়েদার বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

অবশেষে ২০১১ সালে আরব বসন্তের ঢেউ ইয়েমেনকেও আঘাত করে। সালেহের ৩৩ বছরের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এবং বেকারত্ব, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে জনতা। এই সময়ে প্রত্যক্ষ সহিংসতা এবং সরকারি বাহিনীর আক্রমণ অব্যাহত থাকে, যা পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে তোলে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, দেশব্যাপী প্রতিবাদের মুখে সালেহ তার ক্ষমতা ত্যাগ করার জন্য বাধ্য হন। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তারপরও ইয়েমেনের পিছু ছাড়েনি; বরং আরও কয়েকগুণ শক্তি নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরে। সূচনা হয় অন্তহীন গৃহযুদ্ধের।

হাদির ক্ষমতা ও অন্তহীন গৃহযুদ্ধের সূচনা

২০১২ সালে সালেহের পদত্যাগের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুর রব মানসুর হাদি প্রেসিডেন্ট হন। তবে তার শাসনামলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সংকট বেড়ে যায়। মূলত দুর্নীতি, বেকারত্ব ও অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলায় নতুন সরকারের উপেক্ষা তার প্রতি জনগণকে আস্থাহীন করে তোলে। ২০১৪ সালে হুথি বিদ্রোহীরা সানা শহর দখল করে এবং সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করে। হুথিরা আলি সালেহের সমর্থন লাভ করে, ফলে হাদি সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য হাদি সউদি আরব এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির সাহায্য চেয়ে একটি সামরিক অভিযান চালানোর আবেদন জানান। ২০১৫ সালে সউদি আরবের নেতৃত্বে একটি জোট হাদি সরকারকে সমর্থন জানিয়ে হুথিদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করে, যা ইয়েমেনকে নতুন গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

সউদির নেতৃত্বে ও সমর্থনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ইয়েমেনে পদার্পণ

সউদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট বা Saudi-led Coalition ২০১৫ সালে

ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আবদুরাব্বো মনসুর হাদি সরকারের সমর্থনে অভিযান পরিচালনা শুরু করে। সউদি আরবের নেতৃত্বাধীন এই জোটে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ হলো—সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, বাহরাইন, কুয়েত, জর্ডান, সুদান, মরক্কো, পাকিস্তান (সহায়ক সমর্থন), তুরস্ক (সীমিত সমর্থন)। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশ জোটকে অস্ত্র সরবরাহ এবং যৌথ বিমান আক্রমণে সহায়তা করে।

সউদি জোট ও তাদের সমর্থকরা হুথি ও আল কায়েদার সামরিক স্থাপনা, বেসামরিক অবকাঠামো, এবং নাগরিক এলাকা লক্ষ্য করে বিস্তৃত বিমানহামলা চালায়, যার ফলে অনেক নিরীহ মানুষ হতাহত হয় এবং বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়। বিমানহামলার পাশাপাশি সউদি ও আরব আমিরাতের সেনারা গ্রাউন্ড অপারেশন পরিচালনা করে এবং ইয়েমেনের উপকূলে নৌ-ব্লকেড আরোপ করে—যা খাদ্য, চিকিৎসা-সহায়তা ও জ্বালানি সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করে, এবং মানবিক সংকট বাড়িয়ে দেয়। সউদি কোয়ালিশনের সামরিক কার্যক্রমের পরিণতিতে ৮০% ইয়েমেনির জন্য মানবিক সহায়তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়।

হুথিদের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সউদি-ইরান শীতল যুদ্ধ

মনে হতে পারে সউদি আরব হুথিদের বিরোধী ছিল শিয়া হওয়ার কারণে, কিন্তু এটা ভুল। কারণ ইতিপূর্বে শিয়া মুতাওয়াক্কিল রাজবংশের পতনের সময় সউদি তাদের পক্ষেই ছিল এবং তাদের পক্ষ হয়ে অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিল, যার ফলে ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চলমান ছিল। তাহলে কেন এবার সউদি হুথিদের বিরোধী হয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সকল শক্তিকে ইয়েমেনে টেনে আনল? এর উত্তর হচ্ছে—ইরান। ইরানে ১৯৮৯ সালে শিয়া বিপ্লব ও রাজতন্ত্রের পতনের পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-সউদি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে এবং আঞ্চলিক প্রভাববিস্তারের ময়দানে উভয়ের মধ্যে একধরনের শীতল যুদ্ধের সূচনা হয়। ইয়েমেন মূলত এই সউদি-ইরান শীতল যুদ্ধেরই বলি হচ্ছে।

ইয়েমেনে হুথি আন্দোলনের প্রধান সমর্থক হিসেবে বিবেচিত হয় ইরান। তারা হুথিদের সামরিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, বিশেষ করে অস্ত্র সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ দেয়। ইরানের লক্ষ্য ছিল ইয়েমেনে শিয়া ইসলামি ক্ষমতার প্রসার এবং সউদি আরবের প্রভাব মোকাবিলা করা। এ ছাড়াও ইরানের আরেক মিত্র লেবাননের শিয়া সংগঠন হিজবুল্লাহ ইরানের সহযোগী হিসেবে হুথি বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ও

যুদ্ধকৌশল শেখানোর মাধ্যমে সহায়তা করে। অন্যদিকে ইরানের মিত্র ও মার্কিন জোটের প্রতিপক্ষ হিসেবে রাশিয়া ও চীনও এসে যোগ দিয়েছে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে। যদিও চীন এবং রাশিয়া এই যুদ্ধে সরাসরি যোগ দেয়নি, তারপরও ইয়েমেন ক্রাইসিসে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে তারা।

ইয়েমেনে আল কায়েদা : সকল পক্ষ যার প্রতিপক্ষ

ইয়েমেনে আল কায়েদার উত্থান ঘটে ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে। তবে তাদের প্রভাব আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয় ২০০০ সালে, যখন তারা ইয়েমেনের সমুদ্রবন্দর এডেনে মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস কোল-এ বোমাহামলা চালায়। এই হামলায় ১৭ জন মার্কিন নৌসেনা নিহত হয়েছিল। এরপর ২০০৯ সালে, আল কায়েদা ইয়েমেন এবং সউদি আরবে তাদের কার্যক্রম একত্র করে 'আল কায়েদা ইন দি অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা' বা (AQAP) নামে একটি শক্তিশালী শাখা গঠন করে। AQAP দ্রুতই ইয়েমেনে অন্যতম শক্তিশালী বিদ্রোহী সংগঠনে পরিণত হয় এবং পশ্চিমা স্বার্থ ও ইয়েমেনি দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক হামলা চালাতে শুরু করে। আল কায়েদার মূল লক্ষ্য ইয়েমেনকে নিজের করায়ত্তে নিয়ে সেখানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০০ সাল থেকে তারা তাদের ভাষ্য অনুযায়ী ইসলামবিরোধী সকল পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছে।

ইয়েমেনে যুদ্ধরত সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিই মূলত আল কায়েদার প্রতিপক্ষ। ফলে একদিকে হুথিদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ চালিয়া আসছে, অপরদিকে সউদি ও মার্কিন জোটও তাদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইয়েমেনে আল-কায়েদার শক্তিশালী অবস্থান আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর জন্য আরও বেশি ভয়ের কারণ তৈরি করে রেখেছিল। অবশ্য ২০১৫-পরবর্তী ইরাক-সিরিয়ায় আইএসের উত্থান এবং ইয়েমেনি আল কায়েদার একটি অংশ আইএসে যোগদান করার ফলে আল কায়েদার জন্য যুদ্ধের নতুন একটি ফ্রন্ট তৈরি হয় এবং আল কায়েদার অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। আল কায়েদা ও আইএসের পারস্পরিক লড়াই ইয়েমেন ক্রাইসিসকে আরও জটিল করে তোলে।

উপসংহার

সউদি আরব এবং পশ্চিমা শক্তি এবং তাদের প্রতিপক্ষ নিজ নিজ স্বার্থে ইয়েমেনের নিরীহ জনগণের জীবন ও নিরাপত্তাকে তছনছ করে দিয়েছে। সউদি নেতৃত্বাধীন

সামরিক জোট ইয়েমেনের ওপর যে ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়েছে, তা শুধু অমানবিকই নয়, বর্বরতা এবং নিষ্ঠুরতার এক চরম উদাহরণ। তাদের বাহিনী নিরীহ নারী, শিশু, বৃদ্ধ—সবাইকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তাতে কোনো মানবিকতা ও নৈতিকতার ছাপ নেই। পশ্চিমা দেশগুলোর অস্ত্র সরবরাহ এবং রাজনৈতিক সমর্থন এই যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢেলেছে, যে আগুনের বলি হয়েছে ইয়েমেনের সাধারণ জনগণ।

এদিকে, ইরানও নিজেদের স্বার্থে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের সমর্থন দিয়ে এই সংকটকে আরও তীব্র করেছে। ইরান শুধু সউদি আরবের বিরুদ্ধে হুথিদের সংগ্রামকে উসকে দেয়নি, বরং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের শিয়া প্রভাব বিস্তারের জন্য ইয়েমেনের জনগণের জীবনকে বাজি রেখেছে। এই পরিস্থিতি শুধু ইয়েমেনের জনগণের জন্য নয়, পুরো অঞ্চলের জন্য একটি চরম বিপর্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এই সংকটের পেছনে যাদের রাজনৈতিক কৌশল ও স্বার্থ রয়েছে, তারা কখনোই তাদের অপরাধ স্বীকার করবে না। সউদি আরব, পশ্চিমা শক্তি এবং ইরান তাদের রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের লড়াইয়ে ইয়েমেনের সাধারণ জনগণকে অনির্দিষ্টকালের জন্য যে ভয়ংকর নরকে ঠেলে দিয়েছে, এর শেষ কোথায় এখনো কেউ জানে না।

এই বইয়ে ইয়েমেন ক্রাইসিসে প্রতিটা পক্ষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের লালসা ও নোংরা রাজনীতি কতটা বীভৎস হতে পারে, বইয়ের পাতায় পাতায় তার ছাপ মিলবে।

ইয়েমেন-সংকটে জাতিসংঘের ভূমিকা

| হেলেন ল্যাকনার

বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহে জাতিসংঘের ভূমিকা এবং প্রভাব যতই কম হোক না কেন, এটিই একমাত্র সর্বজাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে টিকে আছে। এবং এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে যেকোনো যুদ্ধ বা দুর্যোগ নেমে এলে সংকটাপন্ন মানুষদের আবেদনে ত্বরিত সাড়া দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হাতে জাতিসংঘ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ইয়েমেন-সংকটে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ পৃথিবীর বড় বড় সংকট সমাধানে এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা ও সমস্যা মোকাবেলার একটা বড় নজির, যা আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অন্যান্য জায়গার মতো ইয়েমেনেও জাতিসংঘ সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছে। মূলত দুটি কারণে :

প্রথমত : প্রভাবশালী দেশগুলো, বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবকল্যাণের চেয়ে নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়।

দ্বিতীয়ত : বস্তুগত কিংবা আইনগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে জাতিসংঘের কার্যকরী ক্ষমতার অভাব।

পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতাগুলোও এখানে প্রাসঙ্গিক এবং আলোচনার শুরুতেই পাঠকদের মনে রাখতে হবে যে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবনায় পি-৫-এর যেকোনো রাষ্ট্র ভেটো দিতে পারে। এর ফলে প্রস্তাবনার খসড়া তৈরিও কঠিন হয়ে ওঠে। যদি নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের (পি-৫; যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন

ও ফ্রান্স) কেউ ভেটো না দেয়, তবে প্রেসিডেন্সিয়াল ও প্রেস বিবৃতিগুলো পাশ করতে নিরাপত্তা পরিষদের মোট ১৫ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট লাগে।[১]

এই অধ্যায়টি ২০১১ সালে বিদ্রোহের পর থেকে ইয়েমেন-সংকটে জাতিসংঘের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্টতা, এদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং ঘটনাবলির সংযোগ মূল্যায়ন করবে। পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রভাবশালী অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রের অবস্থান মূল্যায়ন করবে। অধ্যায়টি ২০১৯ সালের আগস্ট মাসের শেষ সময় পর্যন্ত। কলেবর সংক্ষিপ্ততার কারণে আমি জাতিসংঘের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স (DPA), সিকিউরিটি কাউন্সিল (SC), এবং বিশেষ দূতের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি শুধু মানবিক দিকগুলো উল্লেখ করেছি যা রাজনৈতিক আলোচনায় সরাসরি প্রভাব কমই ফেলেছে। তাই বলে এগুলোকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা উচিত না। প্রকৃতপক্ষে, ২০১৫ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (WFP), ইউনাইটেড ন্যাশনস চাইল্ডস ফান্ড (ইউনিসেফ), ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP) এবং আরও কিছু সংগঠন ইয়েমেনি মানুষদের জীবন-মৃত্যুর খেলায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও বিশেষ দূতের কার্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশি মানবিক কাজ করেছে। নিচের বিষয়গুলো এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়নি। তবে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও অন্যত্র বিস্তারিত আলাপের দাবি রাখে।

সংঘাতে শিশুদের অংশগ্রহণ; জাতিসংঘের কার্যক্রমে সউদি আরব তহবিল প্রদান পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকির পর ২০১৭ সালে জাতিসংঘের বাৎসরিক প্রতিবেদনে জাতিসংঘের জেনারেল সেক্রেটারি অপরাধীদের তালিকা থেকে সউদি আরবকে বাদ দেয়। এভাবেই 'অর্থ' জাতিসংঘে স্বীয় প্রভাব ও ক্ষমতা জাহির করতে পারে।

---

১. জাতিসংঘে দুটি পরিষদ রয়েছে। একটি সাধারণ পরিষদ, জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র এই পরিষদের অংশ। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের ভোটে যেকোনো প্রস্তাব পাশ হতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের ক্ষমতা জাতিসংঘের নেই। এগুলো মানা না-মানা রাষ্ট্রগুলোর ইচ্ছা। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নক্ষমতা নেই সাধারণ পরিষদের। আরেকটি হলো নিরাপত্তা পরিষদ। এতে মোট সদস্য ১৫টি, কিন্তু পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। বাকি ১০ সদস্য অস্থায়ী। পর্যায়ক্রমে সব দেশই অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। নিরাপত্তা পরিষদেও কোনো প্রস্তাব পাশ করতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের ভোট লাগে। কিন্তু শর্ত হলো স্থায়ী পাঁচ সদস্যের কেউ এতে ভেটো দিতে পারবে না। যদি কোনো স্থায়ী সদস্য ভেটো দেয়, তবে এর পক্ষে বাকি ১৪টি দেশ ভোট দিলেও তা পাশ হবে না। নিরাপত্তা পরিষদ নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে। জাতিসংঘে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নক্ষমতা রয়েছে একমাত্র নিরাপত্তা পরিষদের।
| রাকিবুল হাসান